কালের কণ্ঠ

আমরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করছি

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ০০:০০

অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন আরা লেখা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন যুগের পথচলায় অগ্রগতি, মান, সাফল্য, মূল্যায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে কালের কণ্ঠের সঙ্গে কথা বলেছেন উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন আরা লেখা

বর্তমান সময়ের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কতখানি সফল বলে আপনি মনে করেন?

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। প্রায় তিন যুগের পথচলায় এই খাত জাতীয় উন্নয়ন, মানবসম্পদ তৈরি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে কার্যকর অবদান রেখেছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন র‍্যাংকিং যেমন—টাইমস হায়ার এডুকেশন, কিউএস ও উরি র‍্যাংকিংয়ে প্রতিবছর ভালো অবস্থান অর্জন

করছে বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থী চাহিদা পূরণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু বিকল্প নয়, বরং একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে।মানসম্মত শিক্ষা, আধুনিক পাঠ্যক্রম, গবেষণা কার্যক্রম এবং দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতীয় ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারে প্রতিনিয়ত নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দিচ্ছে।

মানের দিক দিয়ে আসলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কতখানি এগিয়েছে? গবেষণায় কেমন অগ্রগতি হয়েছে?

বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে ভালো অবস্থান অর্জন করা মানে শুধু গৌরব অর্জন নয়, বরং শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়নকেও নির্দেশ করে। গত ১৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি ইতিবাচক প্রতিযোগিতা দেখেছি। এক প্রতিষ্ঠান আরেক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য বেশি ভালো করার চিন্তা করছে।

এটা দেশের উচ্চশিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে ভালো করতে নির্দিষ্ট কিছু প্যারামিটারে প্রচুর কাজ করতে হয়। যেমন—গবেষণা প্রকাশনা, ইন্টারন্যাশনালাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ ও সামাজিক প্রভাব। সম্প্রতি প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ফর ইনোভেশন (উরি) ২০২৫ অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ৪০০ উদ্ভাবনী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ২৫৭তম স্থান অর্জন করেছে উত্তরা ইউনিভার্সিটি।

এ ছাড়া রাউন্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং (আরইউআর) ২০২৫-এর র‍্যাংকিং অনুযায়ী, গবেষণায় উত্তরা ইউনিভার্সিটি বিশ্বব্যাপী ৯৪৯তম স্থান অর্জন করেছে। এটি শিক্ষার গুণগত মান, গবেষণায় উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক সম্পৃক্ততার একটি শক্তিশালী প্রমাণ। আমাদের প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকে উৎসাহিত করতে অভ্যন্তরীণ গবেষণা তহবিল গঠন, মানসম্মত গবেষণার জন্য ইনসেনটিভ প্রদান এবং গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশে সহায়তা করা হচ্ছে। আমরা শুরু থেকেই গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছি। শিক্ষকরা যাতে গবেষণায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেন, এর জন্য যথাযথ সময়, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি আর যৌথ গবেষণার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষকরা এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

আপনার দৃষ্টিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এখন কেমন পার্থক্য?

আমার বিশ্বাস, আগামী দিনে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আলাদা করার সুযোগ কমতে কমতে একদম 'নেই' হয়ে যাবে! শিক্ষা খাতে সব বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা আলাদা অবস্থান থেকে বিশেষ অবদান রাখছে। তবে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য এখনো লক্ষ করা যায়। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, গবেষণার অর্থায়ন এবং রাষ্ট্রীয় প্রণোদনার দিক থেকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তুলনামূলক এগিয়ে। অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের আধুনিক পাঠ্যসূচি, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতের ভারসাম্য ও দ্রুত

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার কারণে আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করছে। ফলে পার্থক্য থাকলেও উভয় বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা বিস্তারে পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন জায়গায় আরো উন্নতির প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক চর্চায় গবেষণা ও উদ্ভাবনকে একদম কেন্দ্রে রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব ও গবেষণা তহবিল প্রয়োজন। এ ছাড়া বিশ্বমানের প্রকাশনায় অংশ নিলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চার পরিধি আরো বিস্তৃত হবে। এর পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সমন্বয় জোরদার করতে হবে।

আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের সফলতার গল্প শুনতে চাই।

উত্তরা ইউনিভার্সিটি (ইউইউ) গত দুই দশকে ব্যতিক্রমী অগ্রগতি অর্জন করেছে। আমরা শিক্ষার্থীর সংখ্যা, প্রোগ্রামের পরিধি, একাডেমিক মান, অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন করেছি। বর্তমানে আমাদের পাঁচটি অনুষদের অধীনে ৩৮টি প্রোগ্রামে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গবেষণায় শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন সেক্টরে চাকরি করছে। তারা কর্মক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতার পরিচয় রাখছে। সরকারি চাকরি, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের শিক্ষার্থী রয়েছে। এরই মধ্যে উত্তরা ইউনিভার্সিটি ৯টি সমাবর্তন শেষ করেছে। আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পাস রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র উত্তরায়। এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ক্যাম্পাস। এখানে রয়েছে আধুনিক একাডেমিক ভবন, গবেষণাগার, লাইব্রেরি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, মেডিক্যাল সেন্টার ও ই-ব্যবস্থাপনা সুবিধা। ৯ তলা ভবনের এই ক্যাম্পাস দেখে যে কারো চোখ জুড়িয়ে যাবে। ভবনের গঠনশৈলী এতটাই আধুনিক যে সব দিক থেকেই আলো-বাতাস ভবনের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে খেলার মাঠ, যেখানে প্রতিনিয়ত নানা আয়োজন ও উৎসব চলতে থাকে।

আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয়গুলোর প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং কেন?

পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও যুগোপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ইউইউয়ে ১২টি ক্লাব ও ১৪টি বিভাগীয় ফোরাম রয়েছে। এসব ক্লাব ও ফোরাম বছরজুড়েই বিভিন্ন ধরনের কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা কারিকুলার কার্যক্রম, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ ছাড়া পিঠা উৎসব, বসন্তবরণ, চৈত্রসংক্রান্তি, শিক্ষামেলা, পাঠচক্রসহ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো বিশেষভাবে এখানে পালিত হয়।

উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে শিক্ষার্থীরা চাকরি ক্ষেত্রে কেমন করছে?

শুধু ডিগ্রি নয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে। উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটাই এমন যে এখানে পড়তে এসে শিক্ষার্থীরাও কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। আমাদের একজন গ্র্যাজুয়েট খালেদ বিন সাইফুল্লাহ সম্প্রতি গুগলে চাকরি পেয়ে সারা দেশের নজর কেড়েছে। আমাদের লক্ষ্য এটাই—আমরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করব। সে জন্যই তাদের জন্য নিয়মিত ক্যারিয়ার ওয়ার্কশপ, ইন্ডাস্ট্রি লিংকড সেমিনার, সফট স্কিল প্রশিক্ষণ, প্রেজেন্টেশন ও পাবলিক স্পিকিং ক্লাসের আয়োজন করি। পাশাপাশি আমাদের 'ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া' সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা নিতে পারে এবং ইন্টার্নশিপ ও চাকরির সুযোগ পায়। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এক্সপার্ট ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। সম্প্রতি আমরা এইচআর সামিট আয়োজন করেছি, যেখানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির কাছ থেকে আপনারা কী ধরনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন?

আমাদের লক্ষ্য একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া। ভবিষ্যতে আমরা গবেষণা কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ, নতুন প্রযুক্তিনির্ভর প্রোগ্রাম চালু, আরো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে ভালো অবস্থানে পৌঁছা এবং ডিজিটাল শিক্ষার পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছি। শুধু জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি হয় না, তাই উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি মূল্যবোধ সম্পর্কেও দীক্ষা দেওয়া হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা ও উদ্ভাবন খাতে আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনার পাশাপাশি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ প্রোগ্রাম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় ও আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি অর্জনে ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যাশা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু নিয়ন্ত্রকের দৃষ্টিতে না, বরং সহযাত্রী ও অংশীদার হিসেবে দেখবে।